DEC. 22 2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

পাকিস্তান সীমান্তে শত শত ভারতীয় ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া যান মোতায়েনের খবর সত্ত্বেও ৪-৬ জানুয়ারি কাঠমাডুতে একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। তবে শেষ মুহূর্তে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ভাগ্য অনিশ্চিত হইয়া পড়িলে বিস্ময়ের কিছু থাকিবে না। অতীতে এমন ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। উপরন্তু এইবারের সম্মেলনটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির একটি বিশেষ সংঘাত ও উত্তেজনাপূর্ণ বাস্তবতার মুখোমুখি। ইহা ছাড়া দক্ষিণ এশীয় নেতৃবৃন্দ আবার প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে সন্ত্রাসবাদের সমস্যায় জেরবার। ১৯৯৯ সালে স্থগিত হইয়া যাওয়া সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অবশ্য কাঠমাডুতে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইলেও সন্ত্রাসবাদ দমনে কার্যকর কোন কর্মপরিকল্পনা এই সম্মেলনে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অতীতের মতোই সার্ক নেতৃবৃন্দ যে একটিবার এক টেবিলে উপবেশন করিবেন ইহাই যেন হইবে এক বিরাট অর্জন। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র কাঠমাডুতে বাজপেয়ি-মোশাররফ একান্ত বৈঠকের সম্ভাবনা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়া বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ি সার্ক সামিটে যোগ দিতে কাঠমাডু যাইবেন। বুধবার সার্কের বিদায়ী মহাসচিব নেহাল রডরিগোকেও মি. বাজপেয়ি সম্মেলনে যোগদানের কথা বলিয়াছেন। ভারত বলিয়াছে, সম্মেলনে কেবল সার্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি লইয়াই আলোচনা হইবে। পোখরান-চাগাইয়ের পারমাণবিক বিস্ফোরণ, কারগিল সংঘর্ষ, পাকিস্তানে সেনা অভ্যুত্থান, বাংলাদেশে অব্যাহত রাজনৈতিক সহিংসতা, আফগান যুদ্ধ, নেপালে মাওবাদী গেরিলাদের হামলা এবং সর্বশেষ ১৩ ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্ট ভবনে সন্ত্রাসী হামলা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করিয়াছে। নব্বই দশকের শেষ দিকে সাপটা হইতে সাফটায় উত্তরণের বিষয়টি এ অঞ্চলের মানুষ কিছুটা হইলেও বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছিল। তখনও কাশ্মীর সমস্যা ছিল। এখনও আছে। কিন্তু এখন সাফটার বাস্তবায়ন শুধুই স্বপ্নের মতো মনে হয়। ইউরোপ শুধু অভিন্ন মুদ্রা চালু করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। এখন তাহারা সীমান্ত রেখা মুছিয়া ফেলিবার মতো বিষয়-আশয় অভ্যন্তরীণ আলোচনায় প্রাধান্য দিতেছে। কিন্তু ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে সার্ক নামটির সামান্য কোন পরিচিতিও সৃষ্টি হয় নাই। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃবৃন্দ যেই সকল কথাবার্তা অত্যন্ত ঘন ঘন উচ্চারণ করিতেছিলেন, সেই উচ্চারণও বহু বৎসর ধরিয়া বন্ধ রহিয়াছে। উদ্বেগজনক হইল, এক সময় কাশ্মীর বিরোধকেই এই অঞ্চলের উন্নয়ন ভাবনার প্রধান অন্তরায় মনে করা হইত। কিন্তু এখন সন্ত্রাস ও মানবাধিকারের লংঘন মহামারী আকারে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আফগান যুদ্ধের ডামাডোলে পাকিস্তানের জাতিগত সহিংসতা আপাতত আড়ালে রহিয়াছে মাত্র। এই যুদ্ধের রেশ উবিয়া যাইতেই দেশটি যে নূতন করিয়া সন্ত্রাসের ঘূর্ণাবর্তে পড়িবে উহাতে সন্দেহ নাই। তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জঙ্গি তৎপরতায় বিদীর্ণ শ্রীলংকার নূতন প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহে এলটিটিইর সঙ্গে কতটা কী করিতে পারিবেন, উহা লইয়া সন্দেহ-সংশয় যথেষ্ট। নেপালে মাওবাদী গেরিলারা হুমকি দিয়াছে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের যুদ্ধ চলিবে। কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতসহ অন্যান্য জঙ্গি সমস্যায় জর্জরিত ভারত সন্ত্রাসবাদের আরও কুৎসিত রূপ দেখিতে শুরু করিয়াছে। ইহার বিষময় ফল দাঁড়াইতেছে এই যে, দক্ষিণ এশীয় নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকেই সন্ত্রাস দমনে এমন সব আইন প্রণয়ন করিতে উদ্যত, যাহা কালাকানুনের নামান্তর। সেই বিতর্কিত টাডার আদলে ভারতের বিজেপি সরকার পোটো পাস করিতে মরিয়া। নেপালে দিউবার সরকার ইতিমধ্যে টাডা পাস করিয়াছে। বাংলাদেশ নিবর্তনমূলক আইন রদ করিতে দোদুল্যমান। জননিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত হইলেও বিশেষ ক্ষমতা আইন নাকি টিকিয়া থাকিবে। এই রকম পটভূমিতে কাঠমাডুতে সার্ক নেতৃবৃন্দ মিলিত হইলে তাহারা নিশ্চয় সন্ত্রাসবাদের দৈত্য দমনকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিবেন। কিন্তু মুশকিল হইতেছে, নিজ নিজ দেশে সন্ত্রাসবাদের শেকড় উপড়াইতে সাহসী ও দূরদর্শী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না লইয়া আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেই তাহারা হয়তো বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষণদানে অধিকতর আগ্রহী হইবেন। অবশ্য দক্ষিণ এশিয়ার সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্য এমন যে, তাহারা যে শেষ পর্যন্ত সার্ক নেতাদের নিকট হইতে সেইরূপ একটি 'রাজনৈতিক অঙ্গীকার'ও যথাসময়ে লাভ করিবেন তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। আমরা আশা করিব, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ইমার্জেন্সি কবলিত কাঠমাডুতে যথাসময়ে সার্ক সামিট হইবে। বিরোধ-বিসম্বাদ থাকিবেই। কিন্তু সেই বিরোধ লইয়াই এই অঞ্চলের নেতৃবৃন্দকে আলোচনার টেবিলে বসিবার সংস্কৃতি রপ্ত করিতে হইবে। আলোচনার জন্য আদর্শ কোন অবস্থার কথা চিন্তা করা বৃথা। পরস্পরের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ রাখিলে কোন সমস্যারই তো সমাধান মিলিতে পারে না।